যায়যায়দিন

তারিখ ... 08 JAN 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

আনন্দ স্কুলে আনন্দ নেই

নোয়াখালী প্রতিনিধি

দুর্বল মনিটরিং, অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা সম্পর্কে কর্তাদের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় নোয়াখালীতে রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের শিশু শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মনিটরিং সিস্টেম জোরদারের মাধ্যমে অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা দূর করা গেলে প্রকল্পটি সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে। সরেজমিন প্রকল্পের আনন্দ স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

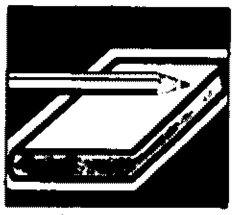

সূত্র জানায়, স্কুল বহির্ভূত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও এসডিসির সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ২০০৪ সালের জুলাই থেকে দেশের ৬০টি উপজেলায় রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বেশির ভাগ আনন্দ স্কুল প্রকল্পের নীতিমালা বহির্ভূতভাবে সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সদর উপজেলায় ২৩২টি ও কবিরহাটে ৩৪টিসহ জেলার মোট ২৬৬টি আনন্দ স্কুলের বেশির ভাগ শিশুই অন্য বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। উন্নয়ন সংস্থা এলআইএফডি-৬২টি, এন-রাস-৫১টি, এসডিপি-১১টি, প্যাক-৪৭টি, জেকেএস-৪৮টি ও এসডব্লিউএস-৪৭টি আনন্দ স্কুলের শিক্ষা সেবা প্রদায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এসব সেবা প্রদায়ক সংস্থার কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম-অব্যবস্থপনার অভিযোগ রয়েছে।

এলআইএফডি পরিচালিত আবদুল গনি মিয়া আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা দিলারা বেগম জানান, তিনি দুই বছর থেকে আনন্দ স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। প্রতি মাসে ১২০০ টাকা সম্মানী দেয়ার কথা থাকলেও তিনি পুরো টাকা পাচ্ছেন না। আবার প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য পোশাক, প্রতি মাসে জনপ্রতি ৫০ টাকা ভাতা প্রদানের কথা থাকলেও ওই টাকা দিয়ে টিফিনের ব্যাবস্থা করা হয় বলে তিনি জানান। এলআইএফডি পরিচালিত আনন্দ স্কুলের শিক্ষিকা হাসিনা আক্তার বলেন, প্রথম ৬ মাস টিফিনের টাকা পাইনি। আর আমাদের সম্মানী দেয়ার কথা ১২০০ টাকা, কিন্তু পাচ্ছি ৯৫০ টাকা। অথচ ১২০০ টাকার শিটেই স্বাক্ষর করতে হয়। প্রকল্পের নীতিমালায় সিএমসি কমিটির সভাপতি ও সচিব সিএমসির পক্ষে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের কথা থাকলেও শিক্ষা সেবা প্রদায়ক সংস্থা (ইএসপি) এনজিওসমূহ সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) থেকে প্রভাব খাটিয়ে চেক নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন খাতে খরচের কথা বলে অর্থ আত্মসাৎ করেন। প্যাক পরিচলিত কাজি বাড়ি আনন্দ স্কুলের শিক্ষক আবু তৈয়ব জানান, শিশুদের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে যা দেয়া হয় তা খুবই নিম্নমানের।

এলআইএফডি পরিচালিত আনন্দ স্কুলের সুপারভাইজর জাবেদ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের ভাতা কম দিই না। এ ক্ষেত্রে ছাত্রপ্রতি মাথাপিছু ৪০ টাকা করে যা বেতন আসে তাই দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে সোন্দলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুর রহিম জানান, প্রকল্পের কার্যক্রমে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত না করায় সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো সিএমসি কমিটি তৈরি করেছেন। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগ, উপকরণ, ভাতা প্রদানে নানা রকম অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।